THE MARRIAGE

Ferdinando Frega - Nando the Scribe



Gillettenarrative.com

GILLETTE: বিয়ে

GILLETTE AUDIO — লিপিকার নান্দো — GILLETTENARRATIVE.COM

আমি কখনোই ছকের জন্য তৈরি ছিলাম না। জন্মের সময়ও না, 61 বছর বয়সেও না। আমার ভাবনা বরাবর সোজা লাইনে কুচকাওয়াজ করে এগিয়েছে কাজের দিকে, আর যে কথাগুলো পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা টিকে গেছে শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে — একটা সুর, একটা ভঙ্গি, একটা নীরবতা, যা বাক্যের চেয়ে বেশি বলে দিত।

আর শুরুটা হয়েছিল, যখন আমি 1900-র দশকের গোড়ার দম্পতিদের দেখতাম। মজবুত বিয়ে, দীর্ঘ জীবন, আর বিশ্বাসঘাতকতা সামলানো হত আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন দিয়ে: হৃদয় যদি না দেখে, চোখে ব্যথা লাগে না। তখনকার দিনে পরকীয়া ছিল পারিবারিক বিনিয়োগ। বাচ্চারা ছিল উপজাত, কাজ ছিল নিয়তি, আর বিয়ের অনুষ্ঠানই ছিল একমাত্র আসল খরচ — খামগুলো ভোজের দাম মিটিয়ে দিত, বাকিটা দম্পতির ঘাড়ে। লোকে বলে, তখন টিভি ছিল না বলেই এমন। টক শো ছিল না। মন ভোলানোর কিছু ছিল না। ছিল শুধু খাবার, অন্তরঙ্গতা, আর মানুষ হওয়ার আদিম সত্য।

তো, আমি কী করলাম? বিয়ে করতে শুরু করলাম। সব জায়গায়।

পোল্যান্ড, 1985। বিয়ের আগের পর্বটা ছিল এক অনবদ্য শিল্পকর্ম: সে তোমাকে সব দিত, আত্মীয়রা তোমাকে মাথায় তুলে রাখত, আর সবাই হাসত, কারণ তারা জানত, অনুষ্ঠানের পর… পরের 50 বছর তুমি একা, নিজের ভরসায়।

আর যেহেতু আমি আট বছর এক ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছি, আমি দুটো পর্বের ওপর জোর দিতাম: আগে আধ্যাত্মিক আচার, পরে আইনি কাগজপত্র। অনেক পরে। বড্ড দেরিতে। আসলে… কখনোই না।

1985 থেকে 1992-এর মধ্যে দুনিয়া বিশ্বাস করত, আমি প্রায় তিনবার বিয়ে করেছি। আচারগুলো ছিল নিখুঁত। আইনি অংশ? আমাকে সবসময় “পাওয়া যেত না।”

তারপর জীবন তা-ই করল, যা জীবন সবসময় করে: আমার কাছে পাঠাল এমন এক নারীকে, যে থাকত আমার বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে। সে গোটা ব্যবস্থাটাই ভেঙে দিল। সে আমাকে বিয়ে করল এই

বিশ্বাস নিয়ে যে, ভাবনাটা আমারই। আমি তাকে তা-ই বিশ্বাস করতে দিলাম। কারণ তার কাছে হারাটাই মনে হয়েছিল একমাত্র আসল জয়। ফলাফল: তিন সন্তান, তেত্রিশ বছরের দাম্পত্য।

কিন্তু গল্প ওখানেই শেষ নয়। 1995 থেকে 2015-এর মধ্যে আমি দুনিয়া জুড়ে আরও এগারোটা প্রতীকী বিয়ে জমিয়েছি। একই আচার, একই জাদু, একই পলায়ন। লোকে আমার কথা বিশ্বাস করত না। এখনও করে না।

আর একদিন একটা সহজ কথা বুঝলাম: পৃথিবীর সব নারীকে আমি বিয়ে করতে পারব না। সবাইকে ধরে রাখতে পারব না। কিন্তু মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে পারব। একবারে একটা করে। কারণ নারীরা — তারা সবাই — আমাদের পুরুষদের চেয়ে বরাবরই শ্রেষ্ঠ।

আর আমি এখনও এখানেই আছি, এখনও তাদের জয় করার চেষ্টা করছি, একটা একটা মুহূর্ত করে। কারণ ওটাই একমাত্র বিয়ে, যাতে আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছি।

নান্দো